

স্মারক: স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/বিবিধ/৮৫/২০১৮/৯৩১

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
১৮ মে ২০২০

বিষয়: কোভিড-১৯ সংক্রমণ চলাকালীন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন ২০১৮ এর আলোকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয়ের আলোকে সকল তামাক কোম্পানির উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা সংক্রান্ত।

সূত্র ১: নং- ৩৬.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৭ (খন্ড-১).৩৫৩ (শুক্রবার, ২০ চৈত্র ১৪২৬/৩ এপ্রিল ২০২০)
সূত্র ২: নং- ৩৬.০০.০০০০.০৫৭.৩৩.০০১.১১.৩৫৪ (২২ চৈত্র ১৪২৬/৫ এপ্রিল ২০২০)

উপরিলিখিত বিষয়ে সর্বিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তামাককে কোভিড-১৯ সংক্রমণ সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার কথা বলছে। ধূমপানের কারণে শ্বাসতন্ত্রের নানাবিধ সংক্রমণ এবং শ্বাসজনিত রোগ তীব্র হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাধিক গবেষণা পর্যালোচনা করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ধূমপায়ীর মৃত্যুঝুঁকিও ১৪ গুণ বেশি। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলায় ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাময়িকভাবে সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, সীসা বার, উন্মুক্তস্থানে পানের পিক ফেলার মত বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ক্রমবর্ধমান কোভিড-১৯ রোগ প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের তামাক কোম্পানিগুলোকে উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণন করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ অনুমতিপ্রদান প্রদান করোনা পরিস্থিতিতে জটিল করে তুলছে। জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি হ্রাস করতে প্রণীত **সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৮** এ সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে বাজার, গণজমায়েত সাময়িকভাবে বন্ধ, দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল নিষিদ্ধকরণ করা হয়েছে। কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনার অজুহাতে এ আইন লঙ্ঘন করে চলেছে।

০২। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এগিয়ে নিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন।

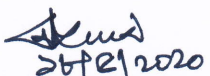
০৩। বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্ব জনগোষ্ঠির ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ (৩৫.৩%) মানুষ তামাক সেবন করে (গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭) ও তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বছরে ১,৬১,০০০-এর অধিক লোক মারা যায় (দি টোব্যাকো এটলাস, ২০১৮)। তামাক খাত থেকে রাজস্ব আয়ের চাইতে তামাকজনিত রোগব্যতির চিকিৎসা ব্যয় অনেক বেশি। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং এর আলোকে ২০১৩ সালে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন' এর সংশোধনী পাস ও ২০১৫ সালে বিধিমালা জারি করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা - এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিট ২০১৬-এর সমাপনী অধিবেশনে (৩১ জানুয়ারি ২০১৬) **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।**

০৪। এ লক্ষ্য জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে করোনা ভাইরাসজনিত কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় তামাক কোম্পানিকে প্রদত্ত অনুমতি প্রত্যাহারসহ সকল তামাক কোম্পানির উৎপাদন-সরবরাহ-বিপণন ও তামাকপাতা ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

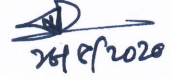
সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়


(মো. খায়রুল আলম সেখ)
যুগ্ম-সচিব ও সমন্বয়কারী
ফোন: ০২ ৯৫৮৫১৩৫

সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)::

১. জাতীয় অধ্যাপক বি. (অব.) ডা. আবদুল মালিক, সভাপতি - BNNCP এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি – ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ;
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর [সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর আলোকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ];
৩. সচিবের একান্ত সচিব (উপ-সচিব), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
৪. সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট;
৫. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।


২৫/৫/২০২০